ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ শিক্ষার্থীদের জন্য এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ

বাতেনী
চোখ খোলার আমল

বিশিষ্ট মুদাব্বির ও চিকিৎসক মাও[illegible] মুফতি নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

بسم الله الرحمن الرحيم

قل	هو	الله	احد
الله	الصمد	لم	يلر
ولم	يو	لر	ولم
يكن	له	كفوا	احد

ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ
শিক্ষার্থীদের জন্য এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ

বাতেনী চোখ খোলার আমল

সংকলনে ও সম্পাদনায়
বিশিষ্ট মুদাব্বির ও চিকিৎসক
মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী
প্রিন্সিপাল, শামছুল উলুম হাফেজিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা
দুর্গাপুর বোয়ালমারী ফরিদপুর।

ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ
শিক্ষার্থীদের জন্য এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ

বাতেনী চোখ খোলার আমল

সংকলনে ও সম্পাদনায়
বিশিষ্ট মুদাব্বির ও চিকিৎসক মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

প্রকাশক:
নিঝুম ইসলাম মিনা

প্রকাশকাল:
জুলাই মাস ২০২৩ ইংরেজী

কম্পোজে:
মুফতী নাঈমুল ইসলাম দুর্গাপুর বটতলা মাদ্রাসা

গ্রন্থস্বত্ব:
(লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত)

যোগাযোগঃ-০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫
একটি উদাহরণ ৬
আরো একটি উদাহরণ ৬
কিভাবে বুজবেন যে আপনার বাতেনী চোখ খুলেছে? ৭
মুরাকাবা ৭
মুরাকাবা কাকে বলে ৭
মুরাকাবাকারীর জন্য যে জিনিসগুলো জরুরী ৮
মুরাকাবাকারী যে সমস্ত জিনিস থেকে বেচেঁ থাকবে ৮

বাতেনী চোখ খোলার পন্থা

১ নাম্বার পন্থা ১০
২ নাম্বার পন্থা ১১
৩ নাম্বার পন্থা ১২
৪ নাম্বার পন্থা ১৩
৫ নাম্বার পন্থা ১৪
৬ নাম্বার পন্থা ১৫

জাকাত আদায় করার নিয়ম ১৬
৭ নাম্বার পন্থা ১৬
মুরাকাবা করার নিয়ম ১৭
৮ নাম্বার পন্থা ১৭
৯ নাম্বার পন্থা ১৯
এই আমলের বাতেনী চোখ দিয়ে কি দেখতে পাবেন? ২০
১০ নাম্বার পন্থা ২১
বাতেনী চোখ খোলার জন্য আমার মধ্যে কি গুণ থাকা দরকার ২২
এক ব্যক্তির ঘটনা ২২
এই আমল সম্পর্কে কিছু কথা ২৩

ভূমিকা

আমাদের চোখ যা দিয়ে আমরা দেখি, এটা একটা গোস্তের টুকরা যার উপরে পর্দা রয়েছে। যদি আমরা চোখ বন্ধ করি তাহলে বাহির থেকে যে আলো চোখ পর্যন্ত পৌছিয়ে আমাদেরকে দেখতে সহযোগীতা করে তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আমরা কিছু দেখতে পাই না। এটি আমাদের প্রকাশ্য চোখের কাজ।

সাধারণ ভাবে বলা হয় যে, আমরা চোখ দ্বারা দেখি কিন্তু চিন্তা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, দেখার জন্য শুধু চোখ যথেষ্ট না। যদি ঐ আসবাবকে নিয়ে যাওয়া হয়, যা চোখের পর্দা থেকে বিষয়টিকে মেধাকে অবগতি করে। তাহলে চোখের উপস্থিতি থাকা সত্যেও মানুষ কিছু দেখবে না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দেখার যে নিয়ম রয়েছে সেক্ষেত্রে চোখ হলো, জুজ, কুল না। অনেক সময় এমন হয় যে, কোন ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে এবং তার চোখ খোলা কিন্তু সে কোন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চোখ এবং মেধা সব কিছু উপস্থিত আছে তার পরেও সে দেখতে পাচ্ছে না। এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, দেখার জন্য মেধার সচেতন থাকা জরুরী।

একটি উদাহরণ

আমরা ঘর থেকে মাদ্রাসায় বা অফিসে যাই, যাওয়ার পরে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, রাস্তায় কি দেখেছেন?

আমরা সব জিনিসের নাম বলতে পারি না। তবে যেই জিনিসের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিয়েছি তার বিবরণ সঠিক ভাবে দিতে পারি।

আরো একটি উদাহরণ

আমরা যখন বড় ধরনের কোন চিন্তার মধ্যে থাকি, তখন আমাদের চোখের সামনে অনেক আওয়াজ হয়, অনেক ঘটনা ঘটে কিন্তু আমরা তার কিছুই বলতে পারি না।

মানুষের মেধায় চিন্তা ও কল্পনা সব সময চলতে থাকে। আপনি গভীর ভাবে চিন্তা করলে জানতে পারবেন যে, মানুষের জীবনের সব কাজ চিন্তা এবং কল্পনা থেকে বাস্তবতায় রুপ ন্যায়। শুধু মানুষের কর্মজীবনই না বরং এলেমসমূহ ও ফনসমূহ মানুষের কল্পনা থেকে শুরু হয়।

যখন আমরা কোন জিনিসের অস্তিত্ব প্রকাশ্য চোখ দিয়ে দেখতে পাই,তখন সে সম্পের্কে অবগত হওয়া ও চিন্তা করা আমাদের জন্য সহজ হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময় কোন জিনিসের অস্তিত্ব প্রকাশ্য চোখ দিয়ে দেখে নাই, তারপরেও চিন্তা ও কল্পনার বস্তু মেধার উপর জুমা হয়ে থাকে।

উদ্দেশ্য হলো, বাহিরের জিনিস যখন চোখের আওতাধীনে আসে তখন চোখ তা দেখতে পায়। আর যখন জিনিস চিন্তা ও কল্পনায় আসে তখন তা দেখার জন্য বাহিরের আলোর কোন প্রয়োজন হয় না। মানুষ কল্পনার জিনিসকে এমন ভাবে অনুভব করে যেমন প্রকাশ্য চোখ দিয়ে দেখে কোন জিনিসকে মানুষ অনুভব করে। কল্পনার জিনিস অস্তিত্বহীন হলেও প্রকাশ্য চোখ দিয়ে দেখা জিনিসের মতই এর অর্থ রয়েছে। সুতরাং বুজা গেলো, দেখার কাজটা দুই ভাবে হয়।

১. প্রকাশ্য চোখ দিয়ে।

২. কল্পনা ও চিন্তা দিয়ে। যাকে বাতেনী চোখ বলে।

এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, যদি কোন ঘটনা আপনাকে প্রভাবিত করে বা কোন ব্যক্তিকে যদি আপনার অন্তরে ভালো লাগে। আর আপনি যদি আপনার মেধাকে ঐ ঘটনা বা ব্যক্তির দিকে মুতাওয়াজ্জু করেন, তাহলে আপনার কল্পনায় ঐ ঘটনা বা ব্যক্তির ছবি এমন ভাবে নকশা হয়ে যায় যে, তার শেকেল ও সূরাত আমরা এমন ভাবে অনুভব করি যেমন প্রকাশ্য চোখ দিয়ে দেখার মাধ্যমে করে থাকি।

এইরুপ ভাবে অনেক সময় আমরা ঘুমিয়ে স্বপ্নে অনেক ঘটনা ঘঠতে দেখি তখন আমাদের চোখ বন্ধ থাকে, কিছু দিন পরে বাস্তবেই সে ঘটনা জাগ্রত অবস্থায় ঘটে।

এই সমস্ত উদাহরণ দ্বারা যা আপনাদেরকে বুজাতে চেয়েছি তা হলো, মানুষের দেখার যে কাজ, তা প্রকাশ্য চোখের যে আসবাব রয়েছে তা থেকে স্বাধীন।

কখনও কখনও মানুষ প্রকাশ্য চোখ দিয়ে দেখে তার আসবাব উপস্থিত থাকার ফলে , আবার কখনও ঐ আসবাব উপস্থিত না থাকা সত্যেও দেখে, এই দেখার চোখকে বাতেনী চোখ বলে।

কিভাবে বুজবেন যে আপনার বাতেনী চোখ খুলেছে?

যদি কোন ব্যক্তি দীর্ঘ দিন ধরে মুরাকাবা করতে থাকে, তাহলে এক সময় তার বাতেনী চোখ খুলে যায়। বাতেনী চোখ খুলার কিছু আলামত নিম্নে লেখা হলো।

১. দুই চোখে মাঝে ভারি অনুভব হওয়া।

২. ধৈর্য শক্তি বেড়ে যাওয়া।

৩.মাথা ব্যথা অনুভব করা।

৪. ভালো খাবারের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাওয়া।

৫. বেশি বেশি স্বপ্ন দেখা।

৬. মেধাশক্তি বেড়ে যাওয়া।

৭. ভবিষ্যতের ঘটনার সম্ভব্য জ্ঞান অর্জন করা।

৮. চিন্তা চেতনার পরিবর্তন হওয়া।

মুরাকাবা

বাতেনী চোখ খোলার জন্য মুরাকাবার বিকল্প নাই। আপনাকে বাতেনী চোখ খোলার জন্য মুরাকাবা করতেই হবে।

মুরাকাবা কাকে বলে

সহজ ভাষায় বলতে গেলে,দুনিয়াবী সমস্ত কাজ-কাম, স্ত্রী ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় সম্পর্ক ত্যাগ করে নির্জন স্থানে বসে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে মুতাওয়াজ্জু হওয়াকে মুরাকাবা বলে।

হুজুর (সা.) এর সকল উম্মাত এ কথা জানে যে, হুজুস (সা.) দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দুনিয়াবী সমস্ত কাজ-কাম, স্ত্রী ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-সজন এর সম্পর্ক ত্যাগ করে নির্জন স্থানে বসে ইবাদত ও রিয়াযত করেছেন।

মুরাকাবাকারীর জন্য যে জিনিসগুলো জরুরী

১. যে স্থানে মুরাকাবা করবে সেখানে হৈ চৈ থাকতে পারবে না।

২.সে স্থান অন্ধকার থাকবে।

৩. যতো সময় ঐ স্থানে থাকবেন ততো সময় নিজের মেধাকে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি মুতাওয়াজ্জু রাখবেন। আর কল্পনা করবেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে দেখতেছে।

মুরাকাবাকারী যে সমস্ত জিনিস থেকে বেচেঁ থাকবে

১. মিষ্টিদ্রব্য কম ব্যবহার করবে।

২. চেষ্টা করবে যে, প্রত্যেক প্রকারের নেশা থেকে বিরত থাকবে। যেমন পান খাওয়ার নেশা ইত্যাদি।

৩. খানা আধা পেট খাবে।

৪. প্রয়োজন যতোটুকু ততোটুকু ঘুমাবে, অধিক সময় জেগে থাকার চেষ্টা করবে।

৫. কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবে, যতোটুকু জরুরত ততোটুকু বলবে।

৬. কারো দোষ বর্ণনা করা এবং গীবত করা থেকে বিরত থাকবে।

৭. মিথ্যাকে আপনার জীবন থেকে ডিলেট করে দিবেন।

৮. মুরাকাবা করার সময় কানে তুলা দিয়ে রাখবেন।

৯. মুরাকাবা করার সময় আরামে বসবেন, তবে কোমর সোজা রাখবেন।

১০. মুরাকাবা করার পূর্বে নাকের উভয় ছিদ্র দিয়ে আস্তে আস্তে করে নিশ্বাস নিবেন বুকের মধ্যে নিশ্বাস আটকে রাখবেন না।

১১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে সংক্ষিপ্ত মুরাকাবা করবেন এবং করার সময় এই কল্পনা করবেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে দেখতেছেন। আস্তে আস্তে এই কল্পনা এমন গভীরে চলে যাবে যে, মানুষ তার জীবনের সব কাজ ও নড়াচড়ায় সে কল্পনা করবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দেখতেছে।

মুরাকাবার এই স্তরকে এহসান এর স্তর বলে। এই স্তরে যখন বান্দা পৌছে যায়, তখন তার সামনে দুনিয়ার অদৃশ্য বিষয়ের দরজা খুলে যায়। আর সে আস্তে আস্তে আরো উন্নতি করতে থাকে।

বাতেনী চোখ খোলার পন্থা

১ নাম্বার পন্থা

এই আমল শুরু করার জন্য চেষ্টা করবে জাগ্ররত থাকার অধিকাংশ সময় অযু অবস্থায় থাকার জন্য। আমল করার জন্য একটি আলাদা রুম নির্ধারণ করে নিবেন, যাতে আমলের মাঝে কেউ আপনাকে ডিস্টাপ না করে। এই আমল রাতে ঘুমানোর পূর্বে করবে, আমল শেষে কারো সাথে কথা না বলে চুপ করে ঘুমিয়ে যাবেন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে অযু অবস্থায় আরাম দায়ক বিছানার উপর কোমরকে সোজা করে বসবেন। ঘরে সুঘ্রাণ যুক্ত আগর বাতি জালাবেন। এই আমলে দিন নির্ধারিত নাই। যে পর্যন্ত আপনি বাতেনি চোখ খোলার আলামত জাগ্রত বা ঘুমান্ত অবস্থায় না পাবেন ততো সময় পর্যন্ত করতে থাকবেন।

প্রথমে আপনার দায়িত্ব হলো, নিম্নের দুরুদ মুখস্থ করবেন, তারপরে যে কোন আরবী মাসের প্রথম জুম'য়ার রাত থেকে আমল শুরু করবেন।

যখন আপনি আমলের ইচ্ছা করবেন, তখন চোখ বন্ধ করে স্বাভাবিক অবস্থায় শ্বাস নিতে থাকবেন, কয়েক মিনিটি আপনার নিশ্বাসের দিকে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু নিশ্বাসকে নিজে থেকে জোরে বা আস্তে করবেন না। দুই-তিন মিনিট পর নিশ্বাস একা একাই হালকা হতে থাকবে। এই সময় আপনি আপনার মনোযোগ আপনার কপাল তথা দুই চোখের মাঝখানে নিবেন এবং এই কল্পনা করবেন যে, এই স্থানে একটি নুরের দায়েরা আছে যা অনেক আলোকিত। এই অবস্তায় আপনি নিম্নের দুরুদটি একশত এক বার পাঠ করবেন।

এই আমল শুরু করার কয়েক দিনের মধ্যে স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় এমন কিছু ঘটনার দিকে ইশারা করা হবে যা কয়েক দিনের মধ্যে ঘটে যাবে। স্বপ্ন

আপনি অনেক দেখা শুরু করবেন, এই সময় আপনি স্বপ্নের প্রতি মনোযোগী হবেন, কারণ স্বপ্নের মধ্যে আপনাকে কোন বার্তা দেওয়া হবে। শুরুর দিকে স্বপ্ন কোন অর্থবোধক হবে না কিন্তু যতই আমল করতে থাকবেন স্বপ্ন আপনার ততো স্পষ্ট ও অর্থবোধক হবে থাকবে।

এই আমল আপনি চালু রাখলে আপনি এমন স্থানে পৌছে যাবেন যে, চোখ বন্ধ করে দুই চোখের মাঝখানে মনোযোগ দিলে আপনি যে কোন কাজের হাকিকত জেনে যেতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। দুরুদটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ نُوْرِ الْاَنْوَارِ وَسِرِّ الْاَسْرَارِ وَسَيِّدِ الْاَبْرَارِ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালী মুহাম্মাদিন নুরিল আনওয়ার ওয়া সির্‌রিল আসরার ওয়া সায়্যিদিল আবরার।

২ নাম্বার পন্থা

এই আমলটি খুবই কার্যকারী। আমলকারীর সামনে আমলিয়াতের সমস্ত আশ্চার্য বিষয় প্রকাশ হবে। এই আমলের দ্বারা মানুষ, জিন, যাদু এবং গোপন সব বিষয় আপনার সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এই আমল করার দ্বারা প্রথমে আপনার শ্রবণশক্তি খুলে যাবে। তারপর বাতেনী চোখ খুলবে। ফলে আমলকারী জিন্নাতের দুনিয়া, মুয়াক্কিল এর দুনিয়া প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাবে। আর তাদের সাথে কথাও বলতে পারবে, আর আপনার সে মাখলুক তা'বে আছে তাকে দিয়ে যে কোন কাজ আপনি করাতে পারবেন এবং তার সাথে মশওয়ারা করতে পারবেন। এই আমল দ্বারা কি কি অর্জন হবে তা লিখে সমাপ্ত করা সম্ভব না। তাই আর আলোচনা না করে চলুন আমল করার নিয়ম বলি।

তাহাজ্জুতের সময় উঠে প্রথমে গোসল করে তাহাজ্জতের নামায পড়ে জায়নামাজে বসে, চোখ বন্ধ করে বা কালো কাপড় দ্বারা চোখ বেধে। এরপরে নিজের দৃষ্টিকে শান্ত করে নিজের থেকে কিছু দেখার চেষ্টা না করে, আপনার মনোযোগ আমলের দিকে রাখেবেন। প্রথমে ১১ বার দুরুদে

ইব্রাহিম পাঠ করে ২১ শত বার يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ (ইয়া হাইয়ু ইয়া কইয়ুম) পাঠ করবেন। তারপর আবার ১১ বার দুরুদ শরীফ পাঠ করবেন। এই আমল একাধারে ৪০ দিন করবেন। ৭ দিন যেতে না যেতেই আপনার অবস্থার পরিবর্তন হবে। যেদিকে আপনার খিয়াল যাবে সেদিকের সমস্ত অবস্থার জ্ঞান আপনার অর্জন হয়ে যাবে। এই আমালের সফলতার প্রথম আলামত হলো, যে কোন বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হলে বা যে কোন প্রশ্ন আপনার মাথায় নিলে তার উত্তর সাথে সাথে আপনার অন্তরে এলকা করে দেওয়া হবে।

এই আমল করা অবস্থায় মিষ্টি জিনিস একেবারে পরিহার করতে হবে এবং জালালী জামালী পরহেজ করতে হবে, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং নামাযের পাবন্দি হতে হবে, আর আপনার আমলের কথা কাউকে বলা যাবে না। আর এই আমলের ইজাজত ভালো কোন মুদাব্বির বা কোন হক্বপন্থি আলেম থেকে নিয়ে নিতে হবে।

৩ নাম্বার পন্থা

এই আমল করার জন্য করণীয় হলো, প্রতিদিন ইশার নামাযের পরে সাদা কাপড় পরিধান করে, অযু করে নির্জন রুমে কেবলা মুখি হয়ে বসবেন আর নিজের সামনে এক গ্লাস পানি রেখে, নিম্নের দুরুদটি পাঁচ হাজার বার পাঠ করে ঐ পানির উপর ফুঁক দিবেন। এরপর ঐ পানি থেকে কিছু পানি পান করবেন আর কিছু পানি দিয়ে আপনার চোখ ধৌত করবেন। আমল করার সময় অবশ্যই আতর শরীরে ব্যবহার করবেন। এই আমল করা কালীন সময় রাতে অযু করে আতর ব্যবহার করে ঘুমাতে যাবেন। ভাবে মোট ৪০ দিন করবেন, ৭ দিন হওয়ার সাথে সাথে আপনার মধ্যে পরিবর্তন দেখতে পাবেন। এই আমল করা অবস্থায় যা কিছু আপনি দেখেন বা অনুভব করেন তা আপনি কাউকে বলবেন না। দুরুদটি এই ঃ

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ

বাংলা উচ্চারণ : সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ

একটি কথা, আরবী শব্দ يَا এটাকে গ্রামারে হরফে নেদা বলে, এটা কাছে এবং দূরের উভয় জিনিসকে বুজানোর জন্য আসে। এভাবে দুরুদ পড়ার সময় কেউ যেনো এই বিশ্বাস না করে যে, আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল (সা.) আল্লাহ তা'য়ালার মতো সব জাগা হাজির নাজির।

৪ নাম্বার পন্থা

এই আমলটি বাতেনী চোখ খোলার একটি চমৎকার আমল, এখলাসের সাথে করলে আমি আশাবাদি ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হবেন।

আমলটি করার জন্য নীতি হলো, নির্জন রুম হতে হবে, আমল করাকালীন সময় কেউ যেনো আপনার রুমে প্রবেশ না করে। এই আমলটি ৪০ দিন করতে হবে, ৭ দিন পর থেকে আপনার মধ্যে পরিবর্তন দেখতে পাবেন। আমলটি হলো, প্রথমে ১১ বার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করে নিবেন এবং আমল শেষ আবার ১১ বার দুরুদ শরীফ পাঠ করবেন। তারপর নিম্নের আমল করবেন। তবে মনে রাখার কথা হলো, আমল করার সময় অবশ্যই আপনার চোখ বন্ধ করে রাখবেন।

إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

[الحجرات/١٨]

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা ই'য়ালামু গয়বাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াল্লাহু বাসীরুম বিমা তা'মালুন।

দুইশত বার পাঠ করবে।

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَنْتَ حَلُّ مُشْكِلَتِي اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরামি আনতা হাল্লু মুশকিলাতী আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি।

১৩২ বার পাঠ করবেন।

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ [الأنعام/٥٩]

বাংলা উচ্চারণ ঃ ওয়া ইনদাহু মাফাতিহুল গয়বি লা ই'য়ালামুহা ইল্লা হুয়া ওয়া ই'য়ালামু মা ফিল বারির ওয়াল বাহরি ওয়ামা তাসকুতু মিউ ওয়ারাকাতিন ইল্লা ই'য়ালামুহা ওয়া হাব্বাতিন ফি জুলুমাতিল আরদি ওয়ালা রতাবিউ ওয়ালা ইয়াবিসিন ইল্লা ফী কিতাবিম মুবীন।

দুইশত বার পাঠ করবেন।

৫ নাম্বার পন্থা

যারা তদবীর জগতে কাজ করে তাদের কাছে অনেক মানুষে কল করে এবং নিকটে এসে, জানতে যায় যে, তাকে কেউ যাদু করেছে কি না? বা যাদু করা থাকলে তা কোথায় করা আছে এবং যাদুকার কে?

নিম্নের আমল করে যদি আপনার বাতেনী চোখ খুলেন তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনি এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আমলটি এইঃ

আমলটি প্রতিদিন মাগরীব ও ইশার পরে করতে হবে, যে স্থানে আপনি নামায পড়বেন ঐ জাগাতে দুই রাকাত সালাতুল হাজাত আদায় করে, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এই ভাবে দুআ করবেন, হে আল্লাহ আমি দ্বীন ও দুনিয়ার জায়েয কাজে সাহায্য সহযোগীতার জন্য আমল করতে চাচ্ছি, নবী করীম (সা.) এর তুফায়েলে আমাকে সাহায্য করে আমার বাতেনী চোখ খুলে দেন। এই দুআ করার পরে আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নাম يَا مُمِيتُ (ইয়া মুমীতু) পাঁচ শত এক বার পাঠ করবেন। পাঠ করার নিয়ম হলো, এক নিশ্বাসে যতো বার পড়া যায় পড়বেন তারপর নতুন নিশ্বাস

নিয়ে আবার যতো বার পড়া যায় পড়বেন এভাবে মোট পাঁচ শত এক বার পাঠ করবেন।

যতো দিন পর্যন্ত আপনার বাতেনী চোখ না খুলবে ততো দিন পর্যন্ত এই আমল আপনি করতে থাকবেন। এখলাসের সাথে করলে অতিদ্রুত ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ।

৬ নাম্বার পন্থা

এই আমল আমার কাছে সব থেকে প্রিয় ভালো ও পছন্দনীয় হয়েছে, এর প্রভাব সব আমল থেকে বেশি আমলটি হলো সূরা এখলাসের আমল। আমল করার নিয়ম হলো, ফজরের নামাযের পরে মুরাকাবার হালাতে বসে চোখ বন্ধ করে নিজের ধীয়ানকে নিজের অন্তরের দিকে করে কল্পনা করবে যে, আমার অন্তর থেকে নূরের রশ্মী বের হচ্ছে, এই অবস্থায় আপনি সূরা এখলাস ৩১৩ বার পাঠ করবেন। মনে রাখবেন সংখ্যার মধ্যে কম বেশি করা যাবে না। এভাবে কয়েক দিন করলেই আপনার বাতেনী চোখ খুলে যাবে। এরপর থেকে চোখ বন্ধ করলেই আপনি অন্তর থেকে নূরের রশ্মী বের হবে এবং সব কিছু দেখতে পাবেন এবং এই আমল দ্বারা আপনি এমন প্রশান্তি লাভ করবেন যে, সারা দুনিয়ার বাদশাহি দিলেও এই পরিমাণ প্রশান্তি পাবেন না।

সূরা এখলাস এই ঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

বাংলা উচ্চারণ ঃ কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ- আল্লাহুস সমাদ- লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ- ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফওয়ান আহাদ।

আর যদি আপনি সূরা এখলাসের জাকাত আদায় করে নেন, তাহলে তদবীর জগতে আর কি চাই আপনি তদবীর জগতের বাদশা হয়ে যাবেন।

জাকাত আদায় করার নিয়ম

নির্ধারিত ঘরে নির্ধারিত সময়ে সূরা এখলাস ৩১২৫ বার করে প্রতিদিন পাঠ করবেন। এভাবে ১২৫০০০ বার পাঠ করবেন।

এরপর আপনি যদি বিসমিল্লাহ সহ সূরা এখলাস জাফরান কালী ও গোলাপ জল দ্বারা লিখে আপনার বালিশের নিচে রেখে ঘুমান, স্বপ্নে খিজির (আ.) এর সাথে আপনার স্বাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ। কোন বিষয় জানার জন্য লিখে বালিশের নিচে রেখে ঘুমালে সেই বিষয় স্বপ্নে আপনি জেনে যাবেন। যে কোন রোগীকে লিখে পানিতে ভিজিয়ে খেতে দিলে সে সুস্থ্য হয়ে যাবে। লিখে যে কোন ঘরে বেধে রাখলে ঘরের যাবতীয় সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। আরো বহু ফাজায়েল রয়েছে যা আমেল নিজে অবলোকন করতে পারবে।

৭ নাম্বার পন্থা

যে কোন রোগীর কি সমস্যা তা স্বপ্নে জানার জন্য এবং বাতেনী চোখ খোলার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। আমলটি করার নিয়ম হলো, রাতে যখন আপনি ঘুমাতে যাওয়ার ইচ্ছা করবেন তখন দুই রাকাত সালাতুল হাজাত নামায আদায় করে নিম্নের দুআটি ৩১৩ বার পাঠ করবেন, তবে শুরু ও শেষে ১১ বার করে দুরুদে ইব্রাহীম পাঠ করে নিবেন।

দুআটি এই ঃ

يَا عَلِيْمُ عَلِّمْنِيْ يَا خَبِيْرُ اَخْبِرْنِيْ يَا وَهَّابُ هَبْ لِيْ مِنْ اَسْرَارِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِنَّكَ
اَنْتَ الْوَهَّابُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইয়া আলীমু আল্লিমনী ইয়া খবীরু আখবিরনী ইয়া ওয়াহ্হাবু হাবলী মিন আসরারিদ দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব সুবহানাকা লাইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলীমুল হাকীম।

এই দুআটি যখন আপনি ৩১৩ বার পাঠ করে পাক-পবিত্র বিছানায় ঘুমিয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ আপনি যা জানতে ইচ্ছা করেছেন তার ইশারা আপনাকে স্বপ্নে দিয়ে দেওয়া হবে। কোন রোগ হলে তার চিকিৎসা কি তাও জানিয়ে দেওয়া হবে। এটা এস্তেখারা না বরং এটা বাতেনী চোখ খোলার বিশেষ আমল। যখন আপনার এই স্বপ্নে দেখা শুরু হবে, তখন আপনি মুরাকাবা করা শুরু করবেন।

মুরাকাবা করার নিয়ম

প্রথমে ঐ দুআটি একশত বার পাঠ করে, কেবলা মুখি হয়ে বসে দিলকে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে মুতাওয়াজ্জু করে পড়তে থাকবেন আল্লাহ তা'য়ালার জাতি নাম اَللّٰهُ (আল্লাহ) আর চিন্তা করতে থাকবেন যে, আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ্য থেকে আমার অন্তরে নূর নাজিল হচ্ছে। এই আমলের বরকতে কয়েক দিনের মধ্যে আপনার বাতেনী চোখ খুলে যাবে এবং কাশফ হবে ইনশাআল্লাহ। এই আমলের বরকত হলো, এরপর থেকে মাত্র এক বার এই দুআ পাঠ করে মুরাকাবা করার সাথে সাথে সব বিষয় আপনার সামনে স্পষ্ট হযে যাবে। আমলের জন্য শর্ত হলো, খানা হালাল হতে হবে, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং নামায ও সুন্নাতের পাবন্দী হতে হবে।

৮ নাম্বার পন্থা

বাতেনী চোখ খোলার জন্য প্রত্যেক নামাযের পরে ১১ বার দুরুদ শরীফ পাঠ করে, নিম্নের দুআটি ৭ বার পাঠ করবেন। আর ইশার নামাযের পরে ২১ বার পাঠ করবেন এভাবে মোট ৪০ দিন করবেন।

দুআটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ يَا نُوْرَ النُّوْرِ اَنْتَ النُّوْرُ وَمِنْكَ النُّوْرُ وَاِلَيْكَ النُّوْرُ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ اسْتَمَدَّ
النُّوْرَ نُوْرٌ مِنْ نُوْرِكَ وَيَا مَنْ اَضَاءَ الْكَوْنَ بِشِعَاعٍ مِنْ نُوْرِكَ وَيَا مَنِ اسْتَنَارَتِ

الْقُلُوْبَ بِنُوْرِكَ يَا نُوْرَ النُّوْرِ يَا اَللّٰهُ اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ بَصَرِيْ وَبَصِيْرَتِيْ وَقَلْبِيْ وَعَزِيْمَتِيْ
بِنُوْرِكَ يَا نُوْرَ النُّوْرِ وَنَوِّرْ طَرِيْقِيْ بِنُوْرِكَ وَاكْشِفْ لِيْ أَسْرَارَ الْعِلْمِ وَالظُّلُمَاتِ
وَاكْشِفْ أَمَامِيْ عَوَالِمِ الْغَيْبِيَاتِ وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا أَمْشِيْ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ وَأَهْتَدِيْ
بِهِ فِــيْ الظُّلُمَاتِ وَالْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَالْقَبْرِ وَفِيْ آخِرَتِيْ وَالْجَنَّاتِ سُبْحَانَكَ
أَنْـتَ النُّوْرُ وَمِنْكَ النُوْرُ وَبِكَ نَسْتَنِيْرُ يَا نُوْرَ النُّوْرِ يَا اللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ–

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া নূরান নূর আনতান নূরু ওয়া মিনকান নূরু ওয়া ইলাইকান নূরু, সুবহানাকা ইয়া মানিস্তামাদ্দান নূরা নূরুম মিন নূরিকা ওয়া ইয়া মান আদায়াল কাওনা বিশিয়াইন মিন নূরিকা ওয়া ইয়া মানিস্তামারাতিল কুলুবা বিনূরিকা ইয়া নূরান নূর ইয়া আল্লাহু, আল্লাহুম্মা নাওভির বাসারী ওয়া বাসীরতী ওয়া কালবী ও আজীমতী বি নূরিকা ইয়া নূরান নূর, ওয়া নাওভির তরীকতী বিনূরিকা ওয়াকশিফলী আসরারাল ইলমি ওয়াজ জুলুমাতি ওয়াকশিফ আমামী আওয়ালিমিল গয়বিয়াতি ওয়াজ আললী নূরান আমশী বিহি বায়নান নাসি ওয়াহ তাদী বিহি ফিজ জুলুমাতি ওয়াল মাহইয়া ওয়াল মামাতি ওয়াল কবরি ওয়া ফী আখিরাতী ওয়াল জান্নাতি সুবহানাকা আনতান নূরা ওয়া মিনকান নূরা নাসতানিরু ইয়া নূরান নূর ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু।

আর নিম্নের দুআটি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরে ১০০ বার পাঠ করবে, আর ইশার নামাযের পরে, সংখ্যাহীন পাঠ করবে।

দুআটি এই ঃ

يَا اَللّٰهُ يَا نُوْرُ يَا هَادِيُّ يَا بَاطِنُ يَا ظَاهِرُ يَا مُبِيْنُ يَا كَاشِفُ يَا عَلِيْمُ يَا حَكِيْمُ يَا اَللّٰهُ
يَا فَتَّاحُ يَا رَزَّاقُ يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِيْ يَا كَافِيُّ يَا وَهَّابُ يَا مُعْطِيُّ يَا جَوَّادُ يَا كَرِيْمُ يَا رَحِيْمُ
يَا وَاسِعُ يَا بَاسِطُ

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইয়া আল্লাহু ইয়া নূরু ইয়া হাদিয়্যু ইয়া বাতিনু ইয়া জাহিরু ইয়া মুবীনু ইয়া কাশিফু ইয়া আলীমু ইয়া হালীমু ইয়া আল্লাহু ইয়া ফাত্তাহু ইয়া ওজ্জাকু ইয়া গনিয়্যু ইয়া মুগনী ইয়া কাফিয়্যু ইয়া ওয়াহ্হাবু ইয়া মু'তিয়্যু ইয়া যাওয়াদু ইয়া কারীমু ইয়া রহীমু ইয়া ওয়াসিয়্যু ইয়া বাসিতু।

৯ নাম্বার পন্থা

ইশরাক এর নামায আদায় করে কেবলা মুখি হয়ে আসন করে বসে খুব কাকুতী মিনতীর সহিত, কয়েক বার দূরুদে ইব্রাহীম পাঠ করে, সূরা ফাতেহা একবার, আয়াতুল কুররছি একবার,

لِلّٰهِ مَا فِيْ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيْ الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(٢٨٤) آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥) لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ
لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

একবার

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

সাত বার

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

১১ বার পাঠ করে, চোখ বন্ধ করে পাঠ করবে,

اَللّٰهُمَّ اَنْظِرْنَا مَا ضَرَّهٗ اَوْ ضَرَّهَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ

আর দিলকে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে রুজু রাখবেন। বিভিন্ন রোগীদের অবস্থা দেখার জন্য চেষ্টা করবেন। এভাবে একাধারে ৪০ দিন করলে আপনার বাতেনী চোখ খুলে যাবে। এটা আমার পরিক্ষিত আমল ভালো ফলাফল পাবেন ইনশাআল্লাহ।

এই আমলের বাতেনী চোখ দিয়ে কি দেখতে পাবেন?

রোগীকে আপনার সামনে বসিয়ে জিন হাজির করার দুআ-দুরুদ পড়ে যদি আপনি চোখ বন্ধ করে রোগীর বাড়ি কেমন তাতে কোন সমস্যা আছে কি না? তা যদি দেখার চেষ্টা করেন, আপনার সামনে তাদের ঘর, বাড়িতে জিন আছে, না তাবিজ করা আছে তা সব আপনার সামনে ভেসে উঠবে।

যেমনঃ আমি অনেক সময় এটা দেখে রোগীকে বলি যে, আপনার বাড়িতে টিনের ঘর আছে নীল রং এর বেড়া দেওয়া তাই না? তারা বলে যে, জি হুজুর! এইরুপ ঘর আমাদের আছে।

শহরে যারা থাকে তাদেরটা দেখে অনেক সময় বলেছি যে, আপনারা সিড়ি দিয়ে উঠে হাতের বাম পাশে তাকেন তাই না? তারা বলে যে, জি হুজর। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে পরিক্ষা করে দেখেছি আল-হামদুলিল্লাহ যা বলি তার অনেকটাই মিলে যায়। তবে কিছু রোগীর ক্ষেত্রে মিলে না। আর এটা মিলবে সব সময় এটা জরুরীও না। আবার অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে, বাশ ঝাড়ে জিন বসে আছে তাদেরকে যদি বলি যে, আপনাদের বাড়িতে কি বাশ ঝাড় আছে? তারা বলে যে, না নাই। কিন্তু যদি বলি রোগীর নানা বাড়িতে কি আছে? তারা বলে যে, জি হুজুর ওর নানা বাড়িদে বাশ-ঝাড় আছে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, এর দ্বারা ইলমে একিন অর্জন হয় না ইলমে জন অর্জন হয়।

আর এই বাতেনী চোখ খুললে রোগীর অনেক উপকার করা সম্ভব হয়। যা আমলকারী নিজেই বুজতে পারবে।

১০ নাম্বার পন্থা

বাতেনী চোখ খোলার জন্য সব সময় মনে রাখার কথা হলো, গোনাহ থেকে যতো দূরে থাকবেন, যতোই দ্রুত ফায়দা পাবেন আর এই জন্য বাতেনী চোখ খোলার আমল করে কারো চোখ অতিদ্রুত খুলে যাবে, কারো দেরি হবে তবে সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ। তাই চিন্তা না করে এখলাসের সাথে করতে থাকবেন। এই আমলটি খুবই ফায়দাজনক। আমলটি হলো, প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর মোরাকাবার হালাতে বসে চোখ বন্ধ করে নিম্নের দুআটি পাঠ করে নিজের অন্তরের দিকে মুতাওয়াজ্জু হবেন। এভাবে মুতাওয়াজ্জু হয়ে দুআটি পাঠ করতে থাকবেন ১০ থেকে ১৫ মিনিট। কিছু দিনের মধ্যে দেখবেন যে, চোখের সামনে গাড়ীর লাইটের মতো আলোকিত হয়ে উঠবে তখন আপনি ভয় পাবেন না। এভাবে চলতে থাকলে কিছু দিন পর আপনি যা দেখতে ইচ্ছা করবেন তা দেখা শুরু করবেন। এটা এতো ভালো আমল যে, এর পর থেকে চোখ বন্ধ করে কয়েক বার শুধু দুআটি পাঠ করলেই রোগীর কি সমস্যা হইছে তা দেখতে পাবেন, হারানো ব্যক্তি কি অবস্থায় আছে তা অনুভব করতে পারবেন ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ আপনি করতে পারবেন। তবে এই দুআটি কতো বার পাঠ করতে হবে ও কতো দিন করতে হবে তার কোন সিমারেখা নাই।

দুআটি এই ঃ

يَاۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ بِحَقِّ يَا لَطِيْفُ يَا بَصِيْرُ

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়ুহাল মুজ্জাম্মিল বিহাক্কি ইয়া লাতীফু ইয়া বাসীরু।

বাতেনী চোখ খোলার জন্য আমার মধ্যে কি গুণ থাকা দরকার

১. আজান হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়ার কাজ ছেড়ে দিয়ে নামাযের পস্তুতি নিতে হবে এবং যথা সম্ভব জামাতের সাথে নামায আদায় করতে হবে।

২. ব্যবসা এবং কাজের মধ্যে ইনসাফ করতে হবে এবং ধোকা থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং কম ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৩. মালী ইবাদতে গুরুত্ব সহকারে জাকাত দিবে ও ওশর আদায় করবে।

এর সাথে সাথে আকিদাও বিশুদ্ধ করতে হবে।

এক ব্যক্তির ঘটনা

এক ব্যক্তি বলেন যে, আমি রজব মাসে আয়াতুল্লাহ শাহ আবাদী (রহ.) এর নিকট গেলাম এবং হাকীকী মানুষ হওয়ার জন্য আমল চাইলাম তিনি আমাকে ঐ আমল দিলেন আমি ঐ আমল করা শুরু করে রমজান পর্যন্ত গুরুত্ব সহকারে করলাম, রমজান মাসে এক দিন জামাতের সময় আমি অনুভব করলাম যে, ইমাম সাহেব জামাত থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। সে রুকুতে আছে, তাশাহুদে নাই, সিজদায় আছেন তো কিয়ামে নাই। নামাযের পরে আমি ইমাম সাহেবের নিকট গেলাম আমার অবস্থা তাকে জানালে তিনি বললেন যে, আমার একটি সমস্যার কারণে আমার মন বার বার ঐ দিকে চলে যাচ্ছিল, আর আমার যখনই স্বরণ হচ্ছিল আমি সাথে সাথে নামাযের দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে ছিলাম।

বাতেনী চোখ খোলার আমল এর জন্য মুতালায়া করতে করতে এই নসিহাতগুলো পেলাম, যা আমার কাছে সোনার চেয়েও দামি মনে হয়েছে। আর পড়া-লেখা জামানায় উস্তাদদের থেকে শুনতাম যে, একজন জ্ঞান অন্বেষণকারী যখন তার মূল কথা বই থেকে পেয়ে যায়, তখন সে সারা দুনিয়ার বাদশা হওয়া থেকেও বেশি আনন্দিত হয়। এটা বুজেছি যখন বাতেনী চোখ খোলার বিষয় মুতালায়া করতে গিয়ে এই নসিহাত ও ইমাম গাজালী (রহ.) এর লিখিত বই আওফাক যখন পেলাম।

এই আমল সম্পর্কে কিছু কথা

এই আমলগুলো আমি বিভিন্ন বই অধ্যায়ন করে, আমার কাছে যেটা ভালো মনে হয়েছে সেটা লিখেছি ও কিছু আমল অনেক বুজুর্গদের থেকে শুনে লিখেছি এবং এর মধ্যে কয়েকটির উপর আমার আমল করা আছে আল-হামদুলিল্লাহ। তবে এখলাসের সাথে করলেই ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

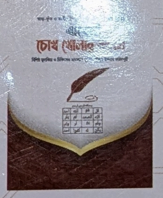

কভার ডিজাইন: চিত্রণ-chitran

মাকতাবাতুল হিজায

কওমী মার্কেট ৬৫/১ প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা।
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড)
বাংলাবাজার, ঢাকা।
www.hijaz7485@gmail.com
@Maktabatulhijazbd